যুগান্তর

২৮/১০/২০০০

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাঙ্গামাটির বঞ্চিত শিক্ষক

রাঙ্গামাটিতে দুইটি পরিষদের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া ৮৫ জন সহকারী শিক্ষক গত দুই বৎসর ধরিয়া বেতন-ভাতা পাইতেছেন না। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ৮৫ জন শিক্ষকের চাকুরি জীবনও অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। এই একই রকম দ্বন্দ্বের সূত্র ধরিয়া জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত জেলার বিভিন্ন বিভাগের দেড় হাজারেরও অধিক শূন্যপদেও নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে। ফলে কম লোক লইয়া জেলা পরিষদের ও সরকারি অন্যান্য অফিসের কাজ পরিচালনা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র লইয়া ১৯৯৯ সালে বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৫ জনকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু এই নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া হাইকোর্টে রিট আবেদন করিলেও তাহা কোর্ট খারিজ করিয়া দেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস জানাইয়াছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বর্তমানে দুই শতাধিক শিক্ষকের শূন্যপদ রহিয়াছে। ফলে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে, যাহা জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের দ্বন্দ্বের ফল। ইহাতে ক্ষতি হইতেছে শিক্ষার্থীদের সবচাইতে বেশি, তবে যাহারা ইতিপূর্বে নিয়োগ পাইয়া পাঠদানে রহিয়াছেন তাহাদের ক্ষতিও কম নয়। কারণ চাকুরির বাজারে তীব্র সংকট আমাদের শিক্ষিত বেকার ও নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত বেকারদের এমনিতেই হতাশায় ডুবাইয়া রাখিয়াছে, সেইখানে যদি চাকুরি পাইয়াও বেতন-ভাতাদি না পায় সেই দুঃখ কহতব্য নয়। চাকুরি মিলিবার পরও যখন ওই সহকারী শিক্ষকগণ সংসারে অর্থ দিতে পারিতেছেন না, তখন কর্তৃপক্ষের নির্দয় জটিলতার বিরুদ্ধে সংসার-সদস্যগণই কেবল ফুঁসিয়া উঠিতে চায় না, যাহারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তাহারাও ধিক্কার দিতে থাকে। আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের মধ্যকার ক্ষমতার বিরোধ কিংবা চাকুরি পাওয়া না পাওয়ার বিরোধ লইয়া যে স্বার্থ মাথা উঁচাইয়াছে ঐ দুইটি সরকারি অফিসে, যাহারা ইহার ইন্ধনদাতা, তাহারাও যে চাকুরিজীবী এবং তাহারাও যে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকেন বেতন-ভাতাদির টাকায়, উহা যেন বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন। মানুষের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ব-কর্তব্য ও সহমর্মিতা যদি সরকারি চাকুরিজীবীদের মধ্যে না থাকে তাহা হইলে জটিলতা দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে। রাঙ্গামাটি জেলার ৮৫ জন শিক্ষকের এই অমানবিক পরিস্থিতির জন্য কাহারা দায়ী, সেই বিতর্কে যাওয়ার চাইতে বেশি প্রয়োজন তাহাদের বেতন-ভাতা। বিগত দুই বৎসর ধরিয়া বেতন যদি কোন চাকুরিজীবী না পান তাহা হইলে তাহার জীবনসংসার কেমন করিয়া চলিবে, যে সকল শূন্যপদে লোক নাই, সেই কাজ কে করিবে, উহা চিন্তা করিয়া দেখিলে স্বার্থবাদীরা নিশ্চয় সোজা পথে আসিবেন। কেননা, পদ শূন্য রাখাও যেমন অন্যায় তেমনি চাকুরি প্রাপকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ না করাও সমান অন্যায় কর্ম। এই সকল স্থানীয় সমস্যা সমাধান দ্রুত করিতে পারিলে ধারণা করা যায় যে, গোটা দেশ হইতেই স্বার্থান্ধদের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। সামনে পবিত্র রমজান মাস আসিতেছে এবং ঐ ৮৫ জন শিক্ষকও আশা করিতেছেন যে, তাহারা বেতন-ভাতা পাইবেন। ঈদ বোনাস যদি তাহারা প্রত্যাশা করেন, তাহা কি অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে? আশা করি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চয় ইতিবাচক পদক্ষেপ লইবে, সেই প্রত্যাশা করাটাই হইবে যুক্তিসঙ্গত। বিষয়টি যদি শিক্ষা উপমন্ত্রীর আওতাধীন হয়, তাহা হইলে তাহার শুভ ও সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা চাই বঞ্চিতরা যেন অন্যায়ের শিকার না হইয়া থাকেন।